## *" সংকল্পের গতি ধৈর্যপূর্ণ হলেই লাভ "*

আজ বাপদাদা তাঁর 'এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ' এমন একনামী , একরস স্থিতির অধিকারী স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। প্রতিটি বাচ্চার মরজীবা জন্মের শ্রেষ্ঠ রেখা বাপদাদা দেখছেন। আজকাল দুনিয়ায় বিশেষ হস্তরেখাবিদ রেখা দেখে আত্মার ভাগ্য বর্ণনা করে বা গুণ , শ্রেষ্ঠ কর্তব্যের বর্ণনা করে। কিন্তু বাপদাদা হস্তরেখা দেখেননা। প্রতিটি বাচ্চার মুখ , চোখ আর কপাল এই দেখে প্রত্যেকের স্পীড এবং স্টেজের রেখা দেখছেন। এমনিতেও চেহারা দ্বারা মানুষ , আত্মাকে পরখ করার চেষ্টা করে। তারা দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে স্থূল চিহ্ন গুলি চেক করেন। বাপদাদা মস্তক দ্বারা স্মৃতি স্বরূপ স্থিতিকে দেখেন। নয়ন দ্বারা জ্বালা রূপ দেখেন , মুখশ্রীর মধুর হাসি দ্বারা নির্লিপ্ত এবং লাভলী স্টেজের পদ্মপুষ্প সম স্থিতি দেখেন। যে সর্বদা স্মৃতি স্বরূপ থাকে , তাদের রেখা সদা মস্তকে সংকল্পের গতি ধৈর্যপূর্ণ থাকবে। কোনোরকমের ভার অনুভব হবেনা । প্রেশার থাকবেনা । এক মিনিটে একটি সংকল্পের দ্বারা অনেক সংকল্পের জন্ম দেবেনা । যেমন শরীরের কোনো রোগের চেকিং নাড়ী দেখে করা হয় তেমনভাবেই সংকল্পের গতি , এই মস্তকের রেখাই হল পরিচয়। যদি সংকল্পের গতি তীব্র হয় , এক সে এক , এক সে এক সংকল্প চলতেই থাকে তবে সংকল্পের গতি তীব্র হওয়া , এও তো ভাগ্যের এনার্জি নষ্ট করা হল। যেমন মুখের দ্বারা অতি তীব্র গতিতে এবং অনবরত কথা বললে শরীরের শক্তি বা এনার্জি নষ্ট হয়। কেউ সদা কথা বলতেই থাকে , বেশী বলে , জোরে বলে তো তাকে কি বলো ? ধীরে বলো , কম বলো। তেমনই সংকল্পের গতি রূহানী এনার্জি নষ্ট করে।

সব বাচ্চারাই হল অনুভবী - যখন ব্যর্থ সংকল্প চলায়মান হয় তখন সংকল্পের গতি কিরকম হয় । আর যখন জ্ঞানের মনন চলে তখন সংকল্পের গতি কিরকম হয় । ঐ স্থিতিতে এনার্জি নষ্ট হয় , এই স্থিতিতে এনার্জি ক্রিয়েট হয়। ব্যর্থ সংকল্পের তীব্র গতি হওয়ার কারণে নিজেকে কখনও শক্তি স্বরূপ অনুভব করোনা । যেমন শরীরের শক্তি শেষ হলে বর্ণনা করো যে মাথাটা কেমন খালি খালি অনুভব হচ্ছে । তেমনই আত্মা সর্ব প্রাপ্তি থেকে নিজেকে খালি অনুভব করে। যেমন শারীরিক শক্তির জন্যে ইনজেকশন দিয়ে শক্তি বাড়ানো হয় বা গ্লুকোজের বোতল লাগানো হয় , ঠিক তেমনভাবে রূহানীয়তে কমজোর আত্মা পুরুষার্থের বিধি স্মরণ করে - আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান , আজ মুরলীতে বাপদাদা কি-কি পয়েন্টস বলেছেন , ব্যর্থ সংকল্পের ব্রেক গুলি কি ! বিন্দু লাগানোর চেষ্টা করা , তো এই হল ইনজেকশন লাগানো। এমন পুরুষার্থের বিধির ইনজেকশন দ্বারা কিছু সময়ের জন্যে শক্তিশালী হয় বা বিশেষ স্মরণের প্রোগ্রাম দ্বারা বা বিশেষ সংগঠন এবং সঙ্গ দ্বারা গ্লুকোজের বোতল লাগিয়েও নেয় । কিন্তু অতিরিক্ত সংকল্পের অভ্যাসী আত্মারা অল্প সময়ের শক্তি ভরার ফলে কিছু সময় তো নিজেদের শক্তিবান অনুভব করবে কিন্তু পরক্ষণেই দুর্বল হয়ে যাবে তাই বাপদাদা মস্তকের রেখা দ্বারা রেজাল্ট দেখে বাচ্চাদের এই শ্রীমত স্মরণ করিয়ে দেন যে সংকল্পের গতি অতিরিক্ত তীব্র কোরোনা । যেমন মুখের কথার জন্যে বলা হয় যে দশটি শব্দের বদলে দুটি শব্দ বলো , যে দুটি শব্দ যেন এমন সমর্থ স্বরূপ হবে যে ১০০ টি শব্দের কার্য সিদ্ধি করবে। এমন সংকল্পের গতি , সংকল্পও যেন সেইটি চলে যা প্রয়োজনীয় হবে। সংকল্প রূপী বীজ সফলতার ফল দ্বারা সম্পন্ন হবে। খালি বীজ যেন না হয় যার দ্বারা ফল প্রাপ্তি হবেনা। একেই বলা হয় সদা সমর্থ স্বরূপ সংকল্প । ব্যর্থ নয়। সমর্থের সংখ্যা স্বত:তই কম হবে কিন্তু শক্তিশালী হবে আর ব্যর্থের

সংখ্যা বেশী হবে , প্রাপ্তিও কিছু হবেনা । ব্যর্থ সংকল্প এমন যেন বাঁশবন। যেখানে এক থেকে অনেকের উৎপত্তি স্বত:তই হয় এবং নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে আগুনের সৃষ্টি হয়। সেই আগুনে নিজেই ভস্মীভূত হয়। তেমনভাবেই ব্যর্থ সংকল্পের মধ্যেও ঘর্ষণের ফলে কোনো না কোনো বিকারের অগ্নি প্রজ্বলিত হয় আর নিজেই নিজেকে অস্থির করে দেয় তাই সংকল্পের গতি ধৈর্যপূর্ণ করো।

এই মরজীবা জন্মের খাজানা বলো বা বিশেষ এনার্জি বলো , সেসব হলই সংকল্প । *মরজীবা হওয়ার আধার-ই হল শুদ্ধ সংকল্প* । " আমি শরীর নই , আমি হলাম আত্মা " এই সংকল্পটি কড়ি থেকে হীরা তুল্য করে দিয়েছে তাইনা ! আমি হলাম কল্প পূর্বের পিতার সেই সন্তান , উত্তরাধিকারী , অধিকারী , এইরূপ সংকল্প গুলিই মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে পরিণত করেছে। তাহলে খাজানাও হল এইটি এবং সংকল্পও হল এইটি । বিশেষ খাজানাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় , এমনভাবেই নিজের সংকল্পের খাজানা বা এনার্জিকে বুঝে নিয়ে এমন কাজে লাগাও তবেই সর্ব সংকল্পের সিদ্ধি লাভ হবে এবং সিদ্ধি স্বরূপে পরিণত হবে। তাহলে বুঝলে আজ কোন্ রেখাগুলি দেখলেন ? কম চিন্তা করো অর্থাৎ সিদ্ধি স্বরূপ সংকল্প করো। এমন রেখার অধিকারী আত্মারা সদা-ই বেগমপুরের বাদশাহ হবে অর্থাৎ দুঃখহীন রাজ্যের মহারাজা । মুখ দিয়ে সর্বদা মহাবাক্য বলো।

*মহাবাক্য হাতে গোনা যায়। যেমন মহান আত্মারা সংখ্যায় কম হয় , আত্মারা অনেক হয় আর পরমাত্মা হলেন এক । তো সংকল্প এবং বাণী এই দুই-ই এনার্জি ব্যর্থ খরচ কোরোনা । মহাবীর , মহারথী অর্থাৎ মুখে মহাবাক্য বলেন যিনি , বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ সংকল্প করেন যিনি - এই হল মহাবীর বা মহারথীদের লক্ষণ । এমন মহারথী হও যে কেউ সামনে এসে একটি আশা-ই করবে যে হে মহান আত্মারা আমার সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সংকল্প শোনান , দুটি শব্দ আশীর্বাদের বলুন* । আশীর্বাদের বানী খুব কমই শোনা যায়। তো তোমরা হলে মহারথী , মহাবীর দেবাত্মা স্বরূপ , ভক্তদের জন্যে পূজনীয় আত্মা স্বরূপ । তাই সদা সংকল্প এবং বানী দ্বারা আশীর্বাদের সংকল্প এবং শব্দ বলো , অমৃতবানী বলো। লৌকিক বানী নয়। আচ্ছা ।

সদা মহান সংকল্প দ্বারা স্বয়ংকে আর সর্বকে শীতল করতে পারে , বানী দ্বারা সদা আশীর্বাদের শব্দ বলতে পারে , এমন শ্রেষ্ঠ রেখাযুক্ত , সদা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের , মহান আত্মাদের , দেবাত্মাদের , পূজ্য আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

*বিদেশী* *বাচ্চাদের* *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাৎকার*

তোমরা বাপদাদার সদা স্নেহী , সদা সহযোগী আর সদা সেবাধারী , সার্ভিসেবল রত্ন হয়েছ কি ? প্রতিটি রত্ন হল কত অমূল্য যে বিশ্বরূপী শো-কেসের মধ্যিখানে রাখা হয়। বাপদাদা জানেন যে কত উঁচু বিভিন্ন রকমের বাধা বিপদ অতিক্রমণ করে বাবার আপনজন হয়েছে ! ধর্মের বাধা , রীতি-রেওয়াজের বাধা ইত্যাদি বিভিন্ন বাধা অতিক্রমণ করেছ কি ? কিন্তু বাবার সহযোগে এত উঁচু বাধা বিপদও এমনভাবে পার করে এসেছ যেন একটি পদক্ষেপে সকল বাধা পার করেছ। কোনোরকম মুশকিল হয়নি । এতটাই সহজ অনুভূতি হয়েছে তোমাদের যে তোমরা ভেবেছ যেন আমরা ছিলাম-ই বাবার কাছের। যদি তোমরা সবাই বাবার আপন না হয়ে উঠতে তাহলে বিদেশে এত সেন্টার

কিভাবে স্থাপন হতো ? সেবার কারণে তোমরা নিজের নিজের স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলে , আবার বাবা এসে আপন করে নিয়েছেন। তাহলে এখন কি ভাবছো ? মধুবন নিবাসী হয়েছ তো ? তোমাদের সবার ভোট রয়েছে মধুবনে । এমন ভাবো কি আমরা মধুবন নিবাসী সেবা অর্থে গিয়েছিলাম ? যেমন ভারতবাসী বাচ্চারা বিভিন্ন স্থানে গেছে তো তোমরাও চলে গিয়েছ। প্রতিটি বাচ্চার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সেবার পার্ট। নিজের সমজিন্সদের জাগ্রত করতে কত সহজ সেবার নিমিত্ত হয়েছ । বাপদাদা ভ্যারাইটি স্থানের ভ্যারাইটি পুষ্পদল দেখে খুব খুশী হয়েছেন। ভ্যারাইটি পুষ্পের একখানি বৃক্ষ হয়ে যাক , এমন বৃক্ষ কখনও দেখেছ কি ? তোমরা হলে একটি বৃক্ষের বিভিন্ন গোলাপ , বিভিন্ন ফুল। তোমরা হলে সদা সিদ্ধি স্বরূপ কারণ বাপদাদা দ্বারা বরদানী আত্মা স্বরূপ হয়েছ ! তিনটি শব্দ সদা স্মরণে রাখবে । প্রথম হল সদা ব্যালেন্স রাখতে হবে। দ্বিতীয় হল সদা ব্লিসফুল থাকতে হবে । তৃতীয় হল সকলকে ব্লেসিং দিতে হবে। সেবা এবং স্ব-এর সেবা - দুটির সদা ব্যালেন্স । ব্যালেন্স দ্বারা কত কলাবাজী দেখানো হয়। তোমরাও বুদ্ধির ব্যালেন্স দ্বারা সদা ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিটি কর্ম হয়ে যাবে কলায় পরিপূর্ণ । দেখাটাও হয়ে যাবে কলা কারণ আত্মা হয়ে শোনো কিনা। তেমনভাবেই বলা ,চলা প্রতিটি কদমে প্রতিটি কর্মে কলা প্রদর্শন হবে। কিন্তু এইসব কিছুর আধার হল বুদ্ধির ব্যালেন্স । এমনই সর্বদা ব্লিসফুল অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ । আনন্দের সাগর বাবার সন্তানেরা সর্বদা আনন্দ স্বরূপ ।

আচ্ছা - এখন তো মিলন হতেই থাকবে। সঙ্গমযুগ হলই মেলা। তাই সর্বদা মিলন হবেই। একটি দিনও পিতা এবং সন্তানের মিলন হবেনা বা এক সেকেন্ডের জন্যেও মিলন হবেনা , এমনতো হতে পারেনা। এমন অনুভব তো কর তাইনা ? সর্বদা বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড আছো তো ? কম্বাইন্ড স্বরূপ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবেনা। কারও এত সাহস নেই , এত শক্তি নেই । আচ্ছা ।

*বরদান :- দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাহায্যে কেয়ারলেসনেসের লুজ স্ক্রু টাইট করতে পারে এমন তীব্র পুরুষার্থী ভব*।

প্রতিজ্ঞায় লুজ হওয়ার মূল কারণ হল - কেয়ারলেসনেস । যেমন যতই বিরাট মেশিন হোক তার একটা ছোটো স্ক্রু লুজ হয়ে গেলে সম্পূর্ণ মেশিন বেকার হয়ে যায় , তেমনই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে ভাল প্ল্যান করো, পুরুষার্থও করো কিন্তু পুরুষার্থ বা প্ল্যানকে দুর্বল করার একটাই স্ক্রু হল - কেয়ারলেসনেস । যা আবার নতুন নতুন রূপে আসে। এই লুজ স্ক্রু - টিকে টাইট করো । আমারে বাবার সমান হতেই হবে - এই দৃঢ় সংকল্পের আধারে তীব্র পুরুষার্থী স্বরূপে পরিণত হয়ে যাবে ।

*শ্লোগান : বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি-ই হল সময়ের কাছে আসার ফাউন্ডেশান* ।